ইয়া. তাইৎস
গুটির ওপর গুটি

কটা

মাশার হাতে একটা কাঠের পুতুল দিয়ে বাবা বলল:

— এই নে তিনটে পুতুল।

মাশা বলল, — তিনটে কোথায়? একটা ত'মাত্তর পুতুল!

বাবা বলল, — আচ্ছা, আয় গুণে দেখি কটা। একটা?

— হ্যাঁ, একটা!

পুতুলটা আধখানা করে খুলে ফেলল বাবা। তার পেট থেকে বেরুল আর একটা পুতুল — একটু ছোট।

বাবা বলল, — দুটো?

— হ্যাঁ, দুটো!

দ্বিতীয় পুতুলটার পেটের মধ্যে থেকে বেরুল আরো একটা পুতুল — আর একটু ছোট।

বাবা বলল, — তিনটে?

মাশা ফিক করে হেসে বলল, — হ্যাঁ, তিনটে।

বাবা বলল, — কেমন, বলিনি তিনটে?

ঐ দেখ মাশার তিনটে পুতুল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

গুটির ওপর গুটি

চৌকোণা সব কাঠের গুটি।

গুটির ওপর গুটি, গুটির ওপর গুটি, গুটির ওপর গুটি বসিয়ে মস্ত বড় মিনার বানিয়ে ফেলল মাশা।

দৌড়ে এল ওর ভাই মিশা। বলল:

— আমায় দে!

— দেব না!

— একটা গুটি দে না!

— নে একটা।

মিশা হাত বাড়িয়ে সব চেয়ে নীচের গুটিটায় মারল টান। সাথে সাথে—দুড়্ দুড়্ ধড়াস ধুস্—মিনার ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল সব গুটি।

জন্তু জানোয়ার

মাশার আরো কাঠের গুটি আছে।

সেগুলো সাজিয়ে নানা রকম জন্তু জানোয়ার বানানো যায়।

গুটির পাশে গুটি সাজিয়ে মাশা সিংহ বানাল।

তার পর বানাল উট।

তার পর শুয়োর।

তার পর বেড়াল।

ঐ দেখ বেড়াল!
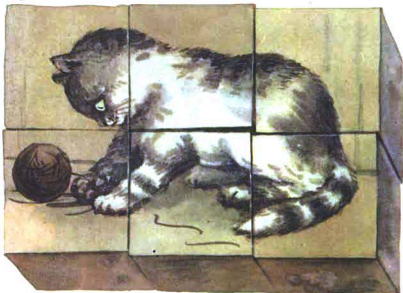
এমন সময় মিশা এসে সব গুটি ভেঙে দিল। মাশা মনের দুঃখে কান্না জুড়ল।

মিশা দেখল বেগতিক, বলল:

— কাঁদিস নি মাশা, আমি তোকে অন্য জানোয়ার বানিয়ে দিচ্ছি।

মিশা বসল গুটি সাজাতে। ছাগলের মাথা, সিংহের পা, শুয়োরের লেজ আর উটের পিঠ জুড়ে কিম্ভুৎকিমাকার এক জন্তু খাড়া করল।

দেখে মাশা হেসে বাঁচে না। তোমরাই বল, এ জন্তু দেখে কার না হাসি পায়?
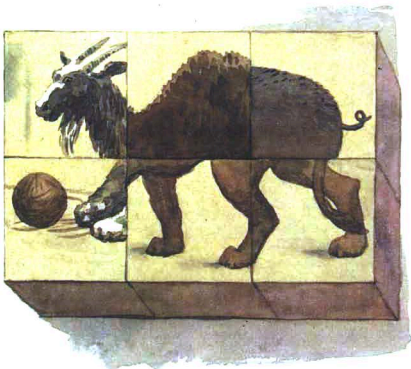
পেন্সিল

মস্ত বড় পেন্সিল কিনে আনল বাবা।

মাশা চেঁচায়:

—আমায় দাও!

মিশা চেঁচায়:

—আমায় দাও!

বাবা বলল:

—দাঁড়া, দুজনকেই দেব।

একদিক কাটল—বেরোলো নীল শিস।

আর একদিক কাটল—বেরোলো লাল শিস।

মিশা আর মাশা হেসে বলল:

— আয়, আমরা ভাগাভাগি করে নিই!

নীল দিকটা মিশার, লাল দিকটা মাশার। মিশা আঁকে নীল ছবি, মাশা আঁকে লাল।

পেন্সিল

মস্ত বড় পেন্সিল কিনে আনল বাবা।
মাশা চেঁচায়:
—আমায় দাও!
মিশা চেঁচায়:
—আমায় দাও!
বাবা বলল:
—দাঁড়া, দুজনকেই দেব।
একদিক কাটল—বেরোলো নীল শিস।
আর একদিক কাটল—বেরোলো লাল শিস।
মিশা আর মাশা হেসে বলল:
— আয়, আমরা ভাগাভাগি করে নিই!
নীল দিকটা মিশার, লাল দিকটা মাশার। মিশা আঁকে নীল ছবি, মাশা আঁকে লাল।

সব্বার আগে

ছেলেমেয়েরা বেড়াতে বেরুল। পেত্যা ধরল তোল্যার হাত,
লুস্যা ধরল গাল্যার হাত, জেন্যা ধরল ভোভার হাত,
সিওমা ধরল দিমার হাত।
জোড়ায় জোড়ায় সার বেঁধে দাঁড়াল সব্বাই।

মাশা একা পড়ে গেল। বলল:

— আমি কার সাথে যাবো?

তোল্যা বলল, — খ্যাবড়া পা ভালুকছানার সাথে!

ভালুকছানা আর মাশার জুড়ি হল সব চাইতে ভাল। ওরা চলল সব্বার আগে আগে।

রেলগাড়ী

চারদিকে খালি বরফ আর বরফ। মাশার স্লেজ আছে, মিশার আছে, তোল্যার আছে, গাল্যার আছে। খালি বাবার স্লেজ নেই।

বাবা গাল্যার স্লেজের সাথে তোল্যার স্লেজ বেঁধে দিল, তার পর তোল্যারটার সাথে মিশারটা, মিশারটার সাথে মাশারটা বেঁধে লম্বা রেলগাড়ী বানিয়ে ফেলল।

মিশা ইঞ্জিন ড্রাইভার, চেঁচাতে থাকল:

— তু, তু!

মাশা টিকিট চেকার, বলল:

— টিকিট কই টিকিট?

বাবা দড়ি ধরে টানছে আর বলছে:

— ঝুক্-ঝুক্-ঝুক্, ঝুক্-ঝুক্-ঝুক্…

তার মানে বাবা ইঞ্জিন।

নেকড়ে বাঘ

মাশা গেল চিড়িয়াখানায়। নেকড়ে বাঘকে দেখেই ঠিক চিনল, বলল:
— এই নেকড়ে, লাল টুপি পরা মেয়েকে খেয়েছিলি কেন?
নেকড়ের মুখে রা নেই।
— তিনটে শুয়োরছানাকে চটিয়ে দিয়েছিলি কেন?
নেকড়ে লেজ গুটিয়ে ফেলল।
— তুই যেমন পাজি, থাক বসে খাঁচার মধ্যে।

নেকড়ে মুখ ঘোরাল। তার মানে লজ্জা হয়েছে। তাহলে আর দুষ্টুমি করবে না।

উৎসব

আজ পয়লা মে—মস্ত বড় উৎসব হবে। সব্বাই লাল ময়দানে যাবে।

মাশাও যেতে চায়। মা ওকে লাল জামা পরিয়ে মাথায় লাল ফিতে বেঁধে দিল। মাশার একহাত লাল নিশান আর একহাতে লাল বেলুন।

মাশা বেজায় খুশী। বলল:

— লাল ময়দানে যাবো।

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

ছোট শিশুদের জন্য

ছবি এঁকেছেন:
ল. হাইলভ

রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ:
শঙ্কর রায়

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো